



ভূমিকা

ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن
تبعهم باحسان الى يوم الدين

আল্লাহ রব্বুল আলামিনের অগণিত সৃষ্টির মাঝে এক বিস্ময়কর সৃষ্টির নাম ‘ফেরেশতা’। যদিও আশরাফুল মাখলুকাত বা ‘সৃষ্টির সেরা জীব’ মানুষ, কিন্তু ফেরেশতারাও আল্লাহর এক সেরা ও মর্যাদাবান সৃষ্টি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাতালা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মানুষ সৃষ্টির শতসহস্র বছর আগে। এমনকি জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টিরও আগে। তাদের মাধ্যমেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাতালা কার্যকর করেন, আসমান-জমিনসহ সমগ্র বিশ্বজগতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

যুগে যুগে মানবজাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য, যে আসমানী বাণী আল্লাহ তাঁর নবী-রাসূলদের নিকট পাঠিয়েছেন—সে মহিমান্বিত বাণীর বাহকও তিনি নির্বাচন করেছেন এই ফেরেশতাদের মধ্য থেকেই। নিঃসন্দেহে ফেরেশতাদের আল্লাহ প্রদত্ত বিভিন্ন কাজের মধ্যে এটি ছিল সবচেয়ে মহতী কাজ। তবে এ ছাড়াও সৃষ্টিজগতের সূচনালগ্ন থেকে কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত, বিভিন্ন কাজে এই ফেরেশতারা নিয়োজিত ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। বিশেষ করে নবী-রাসূলগণের সংগ্রামী জীবন ও তাদের পরিবারের বিভিন্ন ঘটনায় পাওয়া যায় ফেরেশতাদের সংশ্লিষ্টতা।

কিন্তু নবী-রাসূল ও সাহাবিদের ব্যাপারে আমরা অল্পবিস্তর হলেও যতটুকু জানি, ফেরেশতাদের সম্পর্কে আমাদের নবীজির কাছে জিবরাইল আলাইহিস-সালামের ওহী নিয়ে আসার মতো বিশেষ ঘটনা ব্যতীত তেমন কিছু জানি না। এর একটি কারণ এটা হতে পারে যে, বাংলা ভাষায় রচিত এ সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্রসহ গবেষণাধর্মী কোনো বই বা রিসোর্সের সংকলন খুবই অপ্রতুল। তবে কুরআন-হাদিস ও নির্ভরযোগ্য ব্যখ্যাগ্রন্থগুলোতে ফেরেশতাদের নিয়ে এমন অনেক বিস্ময়কর তথ্যই পাওয়া যায়, যেগুলোর আলোচনা আমরা সাধারণত শুনি না। আল্লাহ





সূচিপত্র

ফেরেশতা	১৫
ফেরেশতাদের সম্পর্কে আকিদা	১৬
ফেরেশতাদের অস্তিত্বের স্বীকৃতি	১৭
ফেরেশতাদের প্রকারভেদ	২৫
ফেরেশতাদের সম্পর্কে কিছু সাধারণ তথ্য	২৫
ফেরেশতাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য	৩২
ফেরেশতাদের শারীরিক অবয়ব	৩৪
ফেরেশতাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য.....	৩৪
তারা দেখতে কেমন?	৩৪
প্রধান ফেরেশতাদের দায়িত্ব	৩৫
 প্রধান চার ফেরেশতা	 ৩৯
জিবরাইল আলাইহিস-সালাম	৩৯
মিকাইল আলাইহিস-সালাম	৪১
ইসরাফিল আলাইহিস-সালাম.....	৪২
মালাকুল মাউত	৪৭
 কুরআন হাদিসে উল্লেখিত অন্যান্য ফেরেশতা এবং তাদের দায়িত্ব	 ৪৯



কুরআন-হাদিসে সবচেয়ে বেশি উল্লেখিত ফেরশতার নাম..... ৫৩

আল্লাহ ও রাসূল ﷺ তাকে যেভাবে সম্বোধন করেছেন ৫৩

তার বাহ্যিক রূপ ৫৭

তিনি কেন ‘দিহইয়া কালবী’র রূপ ধারণ করতেন? ৬০

তার বয়স ৬০

আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক ৬২

নবী-রাসূলদের বিভিন্ন ঘটনায় ফেরশতাদের সংশ্লিষ্টতা ৬৫

ইবরাহীম আলাইহিস-সালাম ও তার পরিবারের বিভিন্ন ঘটনায় ৬৫

ইউসুফ আলাইহিস-সালামের সাথে জিবরাইল আমিনের সম্পর্ক ৭২

মূসা আলাইহিস-সালামের ঘটনায় জিবরাইল আমিনের সংশ্লিষ্টতা ৭২

হযরত মারিয়াম ও ঈসা আলাইহিস-সালামের ঘটনা ৭৪

আমাদের নবীজির ﷺ সাথে জিবরাইল আমিনের সম্পর্ক ৭৯

প্রথম সাক্ষাৎ ৭৯

সত্য স্বপ্নের শুরু ৮০

হেরা গুহায় যাওয়ার কারণ ৮১

হেরা গুহায় জিবরাইল আমিনের আগমন ৮২

খাদিজা রদিয়াল্লাহু আনহার প্রতিক্রিয়া ৮২

ওয়ারাকা বিন নাওফিলের সাথে নবীজির ﷺ কথোপকথন ৮৩

ওহী আগমনে বিরতি ৮৫

খাদিজা রদিয়াল্লাহু আনহার বুদ্ধিমত্তা ৮৬

ওহী নাযিলের সময় নবীজির ﷺ প্রতিক্রিয়া ৮৭

ওহী নাযিলের পদ্ধতি ৮৮

কুরআন তিলাওয়াতে জিবরাইল আমিনের সংশ্লিষ্টতা ৮৯

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্য স্বপ্ন ৮৯

হাদিস ও সুন্নাতে জিবরাইল আমিনের সংশ্লিষ্টতা	৯১
হাদিসে জিবরীল.....	৯৪
মাকী জীবনে নবীজির ﷺ সাথে জিবরাইল আলাইহিস-সালাম	৯৭
ইসরা ও মিরাজ	১০০
নবীজির ﷺ দুআয় প্রধান ফেরেশতাদের উল্লেখ.....	১০৫
নবীজির ﷺ দুশমনদের বিরুদ্ধে জিবরাইল আমিনের ভূমিকা.....	১০৭
জিবরাইল আমিনের প্রশংসায় কুরআনের আয়াত	১০৮
বদরের যুদ্ধে ফেরেশতা-বাহিনী নিয়ে জিবরাইল আমিনের অংশগ্রহণ	১০৯
উসমান রদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি জিবরাইল আমিনের ভালোবাসা	১১২
বদরের যোদ্ধা সাহাবিরা ফেরেশতাদের কাছেও মর্যাদাবান	১১৩
বিভিন্ন সময়ে নবীজি ﷺ ও সাহাবিদের অভয় প্রদান	১১৪
জিবরাইল আলাইহিস-সালামকে দেখার প্রভাব ও ফজিলত	১১৬
জিবরাইল আলাইহিস-সালামের কিছু উপদেশ.....	১১৯
বিশেষ দু'টি প্রস্তাব নিয়ে আসমান থেকে ফেরেশতার আগমন	১২১
নবীজির ﷺ প্রত্যেক উম্মাতের সাথে ফেরেশতাদের সম্পর্ক.....	১২৭



ফেরেশতাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য

ইসরা ও মিরাজের রাত সম্পর্কে মানুষের মাঝে রয়েছে আকাশছোঁয়া কৌতূহল। অনেকেই রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা বিশ্বাস করেনি। আবার অনেকে কেবল কৌতূহল থেকে প্রশ্ন করেছেন—জানতে চেয়েছেন অসাধারণ এই যাত্রা সম্পর্কে। একদল সাহাবি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলেন। মহাকাশের ভেতর দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে ভ্রমণের অনুভূতি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। শুনতে চাইলেন তার অভিজ্ঞতা। তিনি তাদেরকে বললেন, “আমি যা দেখি, তোমরা তা দেখ না। আবার আমি যা শুনি, তা তোমরা শোনো না। আকাশগুলো যেন থরথর করে কাঁপছে।”^{৫৮}

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে, ‘আত্বত’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ‘আত্বত’ শব্দের অর্থ, ভয়াবহভাবে কাঁপাকাঁপি করা। আকাশের প্রতিটি ইঞ্চিতে ফেরেশতারা অবস্থান করছে। আল্লাহকে সিজদা করছে, আল্লাহর প্রশংসা করছে। তাদের সংখ্যা এতটাই বেশি যে—সেখানে চার-আঙুল পরিমাণ জায়গাও ফাঁকা পাওয়া যাবে না।

বিষয়টি আরও ব্যাপকভাবে বোঝানোর জন্য সম্প্রতি আবিষ্কৃত একটি তথ্যের কথা উল্লেখ করা যায়। প্রায় ১৮ বছর আগে নাসা (NASA) মহাশূন্যে চলমান শব্দ রেকর্ড করতে সক্ষম হয়। এই রিসার্চটির নাম ছিল, ‘আওয়ার ইউনিভার্স ইজ নট সাইলেন্ট’—অর্থাৎ, আমাদের মহাবিশ্ব নিশ্চুপ নয়। এই রিসার্চের আগে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, মহাকাশে চলমান বস্তুর শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। অথচ, এই আবিষ্কারটি পূর্বের সমস্ত ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে দেয়, আর দ্ব্যর্থহীনভাবে সত্য প্রমাণ করে নবীজির হাদিসকে। রিসার্চটির প্রকাশক বলেছেন, ‘শব্দটি শুনলে মনে হয় শতকোটি মানুষ একত্রে গ্রেগরিয়ান চ্যান্টস [একধরনের মন্ত্র] পড়ছে।’ সুবহানাআল্লাহ। তার এই কথার প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসটির কথা আমরা সামনে আনতে পারি— “আমি যা দেখি, তোমরা তা দেখ না। আমি যা শুনি, তোমরা তা শোনো না।” নিঃসন্দেহে, আমাদের ভালোর জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাতালা আমাদেরকে এই বৈশিষ্ট্য দান করেননি।

ফেরেশতাদের ব্যাপারে জানার ক্ষেত্রে একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, জিনজাতির সাথে ফেরেশতাদের সংখ্যার ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। সেই সাথে আমাদের

বিশ্বাসগত দিক থেকেও জিন ও ফেরেশতাদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান—যদিও উভয়ের অস্তিত্বেই আমরা বিশ্বাস রাখি। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু কাইয়্যুম রহিমাল্লাহ বলেছেন, ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাস রাখা ঈমানের দ্বিতীয় স্তম্ভ হওয়ার কারণ হলো, জিবরাইল আলাইহিস-সালাম। কেননা, আমাদের বিশ্বাসের মূল ভিত হলো ওহী। আর জিবরাইল আলাইহিস-সালামই আল্লাহর নিকট থেকে ওহী নিয়ে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছে দিতেন। তিনিই রাসূলদের কাছে তাদের পবিত্রতার খবর পৌঁছে দিয়েছেন। ঠিক এই কারণেই, আল্লাহর বাণীকে আমরা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছি। অপরদিকে জিনকে বিশ্বাস করা যদিও ঈমানের কোনো স্তম্ভ নয়—তবে, কুরআনে আল্লাহ তাআলা জিনের অস্তিত্বের ব্যাপারে বলেছেন। তাই জিনে বিশ্বাস করাও আবশ্যিক।

ফেরেশতাদের সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা আমাদের অনেক তথ্যই জানিয়েছেন। প্রতিটি ধর্মতত্ত্বেই কোনো না কোনোভাবে ফেরেশতাদের কথা এসেছে। জুডিও-খ্রিস্টান মতে, ফেরেশতারা যখন ভুল করে তখন তাদের শাস্তিস্বরূপ বিতাড়িত করা হয় এবং তাদের ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হয়। এ ধরনের ফেরেশতাদেরকে তারা ‘অন্ধকারের ফেরেশতা’ বলে। লুসিফার বা শয়তানের ধারণাও মূলত এখান থেকেই এসেছে। এই ধর্মমতে, জিনজাতির কোনো উল্লেখ নেই। এমনিতে খ্রিষ্টধর্ম মতে বিভিন্ন ফেরেশতা এবং তাদের কাজের ভিন্নতা সম্পর্কে বলা আছে। উদাহরণ স্বরূপ—মারমানিজমে জিবরাইল আলাইহিস-সালামকেই নূহ আলাইহিস-সালাম হিসেবে ধারণা করা হয়। তারা তাকে বলে, ‘নোয়াহ’।

ইহুদী ও খ্রিষ্টধর্মে ফেরেশতাদের পরিচয় ও কাজ নিয়ে নানান মতভেদ পাওয়া যায়। তাদের তত্ত্বানুসারে, ফেরেশতাদের তৈরি করা হয়েছে আগুন থেকে। অথচ, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি, ফেরেশতাদের তৈরি করা হয়েছে আলো দ্বারা।^{৫৯} শুধু তা-ই নয়—তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে নিষ্পাপ করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা ফেরেশতাদেরকে তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টি থেকে। আর তা হলো, ‘নূর’। কারণ, আল্লাহর আবরণ সৃষ্টি হয়েছে ‘নূর’ দ্বারা। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ একটি আলোর পর্দার পেছনে থেকে কথা বলেন। ফেরেশতারা সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টিসমূহের একটি। তারা সমস্ত অপবিত্রতা থেকে মুক্ত। আর এটাই প্রমাণ করে যে, তারা নিষ্পাপ।

৫৯. সহিহ সহিহ মুসলিম : ১২৬০।



হযরত আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘শিঙায় ফুৎকার দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা [ইসরাফিল আলাইহিস-সালাম] প্রথম দিন থেকেই শিঙা নিয়ে তটস্থ হয়ে আছেন। ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় আরশের দিকে লক্ষ রাখছেন—কখন তাকে আদেশ দেওয়া হবে। আদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তার দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি এমনভাবে তাকিয়ে আছেন, তার দু’চোখ যেন দুইটি ঘূর্ণায়মান নক্ষত্র গোলক।’^{৮৫}

অন্য হাদিসে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সূর্যের উদয় হয় এমন সব দিনের ভেতর সবচেয়ে উত্তম দিন শুক্রবার। এ দিনে আদাম আলাইহিস-সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দিনেই তিনি জাহ্নাত থেকে বের হয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছেন। এ দিনেই তার তওবা কবুল করা হয়েছে। এ দিনেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। [এবং] এই দিনেই কিয়ামাত সংঘটিত হবে।^{৮৬}

ইসরাফিলের শিঙার আওয়াজ এত তীব্র হবে যে—প্রথম ফুঁ দেওয়ার পর জমিনে জীবিত সবকিছু মারা যাবে। পুরো পৃথিবী ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়তে থাকবে তুলার মতো। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّصُونَ - فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ

“তারা তো কেবল এক বিকট আওয়াজের অপেক্ষা করছে যা তাদেরকে বাক-বিতন্ডায় লিপ্ত অবস্থায় পাকড়াও করবে। সুতরাং না পারবে তারা ওসিয়াত করতে এবং না পারবে তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যেতে।”^{৮৭}

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, পৃথিবীর জনজীবন স্বাভাবিক থাকা অবস্থাতেই ইসরাফিল আলাইহিস-সালাম আল্লাহর নির্দেশে শিঙায় ফুঁ দেবেন। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘লোকেরা পথে চলাফেরা করবে, বাজারে কেনাবেচা করতে থাকবে, নিজেদের মাজলিসে বসে আলাপ-আলোচনা করতে থাকবে—এমন সময় হঠাৎ শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে! কেউ কাপড় কিনছিল, হাত থেকে রেখে দেবার সময়টুকু পাবে না—সে নিঃশেষ হয়ে যাবে। কেউ নিজের পশুগুলোকে পানি

৮৫. আল-মুসতাদরাক আলাস সহিহাইন : ৮৬৭৬ ; সিলসিলাতুস সাহিহা : ১০৭৮

৮৬. নাসাঈ : ১৪৩০ ; মুসনাদে আহমাদ : ১০৩০৩ ; হাদিসটির সনদ দুর্বল।

৮৭. সুরা ইয়াসিন : ৪৯, ৫০



তীব্রতা দেখে মনে হচ্ছিলো তা সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। আল্লাহ তার উপর রহম করুন।^{১৩৫}

জমজম কূপের অলৌকিকতা নিয়ে চিন্তা করতে গেলে বিস্মিত হতে হয়। জমজম কূপ দেখতে বেশ ছোটো একটি কূপ; এর আয়তনও বেশি নয়। অথচ, মাসজিদুল হারামের হাউজগুলোতে প্রতিনিয়ত এই কূপ থেকে পানি উত্তোলিত হচ্ছে। কিছুদিন আগে একটি গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতি সেকেন্ডে কূপের মুখ থেকে ৮০০০ লিটার পানি নির্গত হয়। অর্থাৎ, প্রতিদিনে নির্গত হচ্ছে ৬৯১ মিলিয়ন লিটার পানি! প্রতিনিয়ত মানুষ এখান থেকে পানি নিচ্ছে। কখনোই এই পানি শুকিয়ে যায়নি।^{১৩৬}

আল্লাহর ইচ্ছায় জিবরাইল আমিনের পায়ের আঘাতের পর থেকে আজ অবধি প্রায় পাঁচ হাজার বছর ধরে একনাগাড়ে এই কূপ থেকে পানি পাওয়া যাচ্ছে। সেই হিসেবে জমজম কূপই বিশ্বের প্রাচীনতম সক্রিয় কূপ।

ইবরাহীম আলাইহিস-সালাম অনেক লম্বা জীবন পেয়েছিলেন। স্ত্রী, সন্তান এমনকি অনেক নাতিদের চেয়েও বেশি হায়াত পেয়েছিলেন তিনি।

হাজেরা আলাইহাস-সালাম ও শিশুপুত্রকে আল্লাহর নির্দেশে মরুভূমিতে রেখে ইবরাহীম আলাইহিস-সালাম চলে যান ফিলিস্তিনে। জমজম কূপ উৎপন্নর সময় তিনি সেখানে ছিলেন না। তিনি তখন ছিলেন তার অন্য স্ত্রী সারা আলাইহাস-সালামের সাথে।

যখন ইবরাহীম আলাইহিস-সালামের বয়স ছিল ১০০ বছর, তার স্ত্রী সারা আলাইহাস-সালাম তখন ছিলেন তার চেয়ে মাত্র দশ বছরের ছোটো। তারা দু'জনে মোটামুটিভাবে ধরেই নিয়েছিলেন যে, এ বয়সে তাদের আর কোনো সন্তান হবে না। কিন্তু তবুও তারা মনে মনে সন্তান কামনা করছিলেন এবং আল্লাহর কাছে দুআও করতেন।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ফেরেশতাদের মাধ্যমে সুসংবাদ দেন।

১৩৫. সহিহুল বুখারী : ৩৩৬৪।

১৩৬. জমজম কূপের ফজিলত সম্পর্কে নবীজি বলেছেন, ‘জমজমের পানি যে যেই নিয়তে পান করবে, তার সেই নিয়ত পূরণ হবে। যদি তুমি এই পানি রোগমুক্তির জন্য পান করো, তাহলে আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করবেন। যদি তুমি পিপাসা মেটানোর জন্য পান করো, তাহলে আল্লাহ তোমার পিপাসা দূর করবেন। যদি তুমি ক্ষুধা দূর করার উদ্দেশ্যে তা পান করো, তাহলে আল্লাহ তোমার ক্ষুধা দূর করে তৃপ্তি দান করবেন। এটি জিবরাইল আলাইহিস-সালামের পায়ের গোড়ালির আঘাতে হযরত ইসমাইল আলাইহিস-সালামের জন্য পানীয় হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে।’-ইবনে মাজাহ : ২৪৩।



যেতে হবে আমাদেরকেও। জিবরাইল আলাইহিস-সালামকেও মৃত্যুবরণ করতে হবে। এমনকি সকলের মৃত্যুর ফরমান নিয়ে আসা মালাকুল মাউতও মৃত্যুবরণ করবে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ইসরাফিল আলাইহিস-সালাম শিঙায় ফুৎকার দেওয়ার পর আল্লাহ যাদের জীবিত রাখতে চাইবেন তারা বাদে সকলেই মৃত্যুবরণ করবে।

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার সামনে ‘আল-মুকাসসিমাতি আমর’-এর প্রধান চার ফেরেশতা—জিবরাইল, মিকাইল, ইসরাফিল ও মালাকুল মাউত উপস্থিত হবেন। আল্লাহ তখন ‘মালাকুল মাউত’ অর্থাৎ, মৃত্যুর ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করবেন, আর কে বাকি আছে? জবাবে মৃত্যুর ফেরেশতা বলবেন, হে মহামহিম রব্বুল আলামিন আপনি রয়েছেন আর আপনার গোলাম আমি রয়েছি, আপনার গোলাম জিবরাইল, মিকাইল, ইসরাফিলও রয়েছেন। আল্লাহ বলবেন, ‘মিকাইলের আত্মাও নিয়ে নাও’। তখন মিকাইল আলাইহিস-সালামের জান কবজ করে নেয়া হবে। এরপর আল্লাহ আবার বলবেন, “এখন কে কে আছে?” মালাকুল মাউত বলবেন, আপনি, আমি, জিবরাইল, ইসরাফিল। আল্লাহ বলবেন, ইসরাফিলের আত্মা নিয়ে নাও। এবারে ইসরাফিলের জানও কবজ করে নেয়া হবে। আল্লাহ বলবেন, আর কে কে বাকি আছে? জবাব আসবে—হে আল্লাহ, আপনি, আমি আর জিবরাইল বাকি আছি। আল্লাহ বলবেন, জিবরাইলের আত্মাও নিয়ে নাও”।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “জিবরাইল আলাইহিস-সালামের জান কবজের সময় তার পাখা বিস্তৃত অবস্থায় থাকবে। তিনি মুখ বরাবর পড়ে যাবেন এবং তখনও আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করতে থাকবেন”। অর্থাৎ, আল্লাহর তাসবিহ পাঠরত অবস্থায় তার মাথা মাটিকে স্পর্শ করবে। এরপর আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, “আর কে বাকি আছে?” মৃত্যুর ফেরেশতা বলবেন, ‘আপনি আর আমি’। আল্লাহ তখন তাকেও মৃত্যুবরণ করার আদেশ দিবেন। অবশেষে মালাকুল মাউতও মৃত্যুবরণ করবেন।^{২২৩} এই মুহূর্তটির বর্ণনা দিতে গিয়ে কুরআনুল কারিমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা বলেন, “প্রত্যেক সৃষ্টিই মৃত্যুবরণ করবে।”^{২২৪}

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “পুনরুত্থানের সময়ে আল্লাহর আনুগত্যের জন্য পৃথিবী সমতল হয়ে যাবে। এ সময় কেউ নিজের স্থান থেকে

২২৩. আলামুল মালাইকাতিল আবরার : ১৭।

২২৪. সূরা আল-আঙ্গিয়া : ৩৫

একচুলও নড়তে পারবে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে সকল মানুষের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম আমাকে ডাকা হবে। আল্লাহর কাছে গিয়ে আমি সিজদায় পড়ে যাবো। সিজদা থেকে মাথা তোলার পর আমি পরম করুণাময় আল্লাহর ডানপাশে জিবরাইল আলাইহিস-সালামকে দেখতে পাবো”। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, “আল্লাহর শপথ করে বলছি, এইদিনের আগে আমি আল্লাহ সুবহানাছ ওয়াতআলাকে আর কখনোই দেখিনি। জিবরাইল আলাইহিস-সালামও আল্লাহকে এর আগে কখনো দেখেননি”।

আল্লাহকে দেখার বিষয়টি মূলত উপলব্ধি করা যায় না। বিচার দিবসেই জিবরাইল আলাইহিস-সালাম প্রথমবারের মতো আল্লাহকে সরাসরি দেখবেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাইল আলাইহিস-সালামের দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহকে বলবেন, “ইয়া আল্লাহ, তিনি আমাকে বলেছেন আপনি তাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন”। আল্লাহ বলবেন, “তুমি সত্য বলেছো”।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলার কারণ হলো, বিচারদিবসে প্রত্যেক বার্তাবাহককে প্রশ্ন করা হবে, সে তার উপর অর্পিত বার্তা ঠিকভাবে পৌঁছে দিয়েছে কি না। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিবরাইল আলাইহিস-সালামের ব্যাপারে প্রশ্ন করার আগেই তিনি তার পক্ষ হয়ে কথা বলবেন।

নবীজির ﷺ প্রত্যেক উম্মাতের সাথে ফেরেশতাদের সম্পর্ক

সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, আনাস রদিয়াল্লাহু আনহু ও আবু তালহা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “একবার হঠাৎ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারা জিজ্ঞেস করলেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ আপনাকে খুশি রাখুন’। কী হয়েছে? জবাবে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “জিবরাইল আলাইহিস-সালাম মাত্র আমার কাছে এসেছেন। তিনি বলেছেন, হে মুহাম্মাদ ﷺ, আপনি কি এতে খুশি নন যে—কেউ আপনার নামে ততক্ষণ পর্যন্ত সলাওয়াত পাঠ করে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের উপর দশবার সলাওয়াত না পাঠাই”! অর্থাৎ, কেউ যখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরুদ পেশ করেন, তখন জিবরাইল আলাইহিস-সালামও তার প্রতিউত্তরে তার উপর দুরুদ পেশ করেন।^{২২৫}

২২৫. মুসনাদে তয়ালিসি, ১২০৯।

